R N No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং – ৪

৬৬শ বর্ষ
১৯.২০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২-৯ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
১৯-২৬শে সেপটেম্বর, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

রেলপুলিশের নাকের ডগায় গয়া প্যাসেনজারে ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ সেপটেম্বর সন্ধ্যারাত্রে জঙ্গিপুর রোড ও গনকর ষ্টেশনের মাঝে গয়া প্যাসেঞ্জারে আবার ডাকাতি হয়েছে। এবার একেবারে রেলপুলিশের নাকের ডগায়। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে সাগরদীঘি থানার হোমগারড জয়দেব চন্দ্র জানিয়েছেন, ডাউন গয়া প্যাসেনজার ট্রেনটি ওই দিন জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীবেশী একদল ডাকাত মুখে মুখোস এঁটে ড্যাগার ও চেন নিয়ে তাঁদের কামরার যাত্রীদের ওপর চড়াও হয়। মারধোর করে সর্বস্ব কেড়ে নেয়। তাদের আক্রমণে দু'জন মহিলাসহ ১০ জন যাত্রী আহত হন। গনকর ষ্টেশনের কাছে একটি ক্ষতিগ্রস্ত রেলসেতুর ওপর ট্রেনটি থামলে ডাকাতরা নেমে পালিয়ে যায়। পাশের প্রথম শ্রেণীর কামরায় কর্তব্যরত ৩ জন রেলপুলিশ বসে আড্ডা মারছিলেন। যাত্রীরা তাঁদের ডাকাত ধরতে বললে তাঁরা দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে জানালা দিয়ে রাইফেল উঁচিয়ে যাত্রীদের গুলি করার ভয় দেখান। ট্রেনটি আজিমগঞ্জ পৌছলে যাত্রীরা কর্তব্যরত রেল-পুলিশের একজন সাব-ইনসপেকটরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি একজন রেলপুলিশকে গ্রেপ্তার করেন। 'রেলপুলিশের যোগসাজসে এই ডাকাতি সংঘটিত হয়' বলে যাত্রীরা অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। জঙ্গিপুর রোড ও গনকর ষ্টেশনের মাঝে পর পর কয়েকটি ডাকাতির ঘটনায় যাত্রীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। ডাকাত প্রতিরোধে অবিলম্বে রেল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার বলে যাত্রীরা দাবি জানাচ্ছেন। বার বার রেল ডাকাতদের আক্রমণে যাত্রীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। যাত্রীদের অভিযোগমত রেলপুলিশের যোগসাজসে সত্যিই ডাকাতি হয়ে থাকলে তাঁরা ভরসা করবেন কার ওপর—এ প্রশ্ন যাত্রীদের।

পুলিশ নিষ্ক্রিয়, প্রতিবাদে হরতাল

ধুলিয়ান, ১৪ সেপটেম্বর—ধুলিয়ান জৈন কলোনীর জৈন মন্দির সংলগ্ন এক খণ্ড জমির দখলকে কেন্দ্র করে এখানে গতকাল একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গিয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে, সামসেরগঞ্জ থানার ওসির উপস্থিতিতে একদল সমাজবিরোধী বলপূর্বক জমি দখল করতে গেলে জৈনরা বাধা দেন। ফলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। উভয় পক্ষে মারামারি এবং পুলিশের লাঠি চারজে ৮ জন মহিলাসহ ১২ জন আহত হন। পুলিশ একতরফাভাবে জৈনদের ১৮ জনকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। পরে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। জৈনদের ৮ জন আহত মহিলা তাঁদের উপর ঘৃণ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরী করতে গেলে থানায় নাকি ডায়েরী নেওয়া হয়নি। এই ঘটনা এবং পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে আজ ধুলিয়ান শহরে একদিনের শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন করা হয় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে।

দূরপাল্লার সাঁতারে খগেন দত্ত প্রথম

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থা আয়োজিত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট থেকে বহরমপুর গোরাবাজার ঘাট পর্যন্ত পৃথিবীর দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের খগেন দত্ত প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ৭৪.৪৮ কিলোমিটার অতিক্রম করতে তাঁর সময় লাগে ১১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট। ২৩ সেপটেম্বর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। রঘুনাথগঞ্জে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে চুঁচুড়ার স্বপন রায় ও শিবলাল সাহা। একই দিনে জিয়াগঞ্জ সদরঘাট থেকে বহরমপুর পর্যন্ত ১৯ কিলোমিটারে ৩১ জনের মধ্যে প্রথম হন আমাদের জেলার নিরঞ্জন দেবনাথ (২ঘঃ ১৭ মিঃ), দ্বিতীয় কলকাতার অরুণ চক্রবর্ত্তী ও তৃতীয় শ্যামনগরের মহসীন মণ্ডল। মেয়েদের ১৯ কিলোমিটারে পাঁচজনের মধ্যে বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির বীণা ব্যানারজি প্রথম (২ঘঃ ৩৪ মিঃ ৩০ সেঃ), এবং দ্বিতীয় ও ৩য় হন আমাদের জেলার অর্চনা রায় ও নমিতা সাহা।

ষষ্ঠী পূজা : ১০ আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৩৮৬ ইং ২০ সেপটেম্বর ১৯৭৯ পূর্ব্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৮।১৫ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর ষষ্ঠাদিকল্পারম্ভ প্রশস্তা।

সপ্তমী পূজা : ১১ আশ্বিন শুক্রবার ১৩৮৬ সন ইং ২৮ সেপটেম্বর ১৯৭৯ পূর্ব্বাহ্ণ ৯।২৮।৭ সেঃ মধ্যে সপ্তমী বিহিত পূজা প্রশস্তা।

মহাষ্টমী পূজা : ১২ আশ্বিন শনিবার ১৩৮৬ সন ইং ২৯ সেপটেম্বর ১৯৭৯ ঘঃ ৬।৫৯।৭ সেঃ গতে ৯।২৮।০ মধ্যে মহাষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্তা এবং ঘঃ ৪।১২।৫৩ সেঃ গতে সন্ধ্যা ঘঃ ৫।০।৫৩ সেঃ মধ্যে দেবীর সন্ধি পূজা

মহানবমী পূজা : ১৩ আশ্বিন রবিবার ১৩৮৬ সন ইং ৩০ সেপটেম্বর ১৯৭৯ পূর্ব্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৭।৫৪ সেঃ মধ্যে মহানবমী বিহিত পূজা প্রশস্তা।

দশমী পূজা : ১৪ আশ্বিন সোমবার ১৩৮৬ সন ইং ১ অকটোবর ১৯৭৯ ঘঃ ৯।১৪।২৬ সেঃ মধ্যে দশমী বিহিত পূজা সমাপনান্তে বিসর্জ্জন।

গুলি, গ্যাস, ১৪৪

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৪ সেপটেম্বর—গঙ্গাপথ ইসলামপুর জলকরের দখল নিয়ে গতকাল ফরাক্কা থানার নয়নসুখে দু'টি জলকর সমিতির মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে অবস্থা আয়ত্তে আনতে পুলিশকে ৫ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ও ২ ঝাঁক গুলি চালাতে হয়। হতাহতের কোন খবর নাই। তবে সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে দু'জন কনসটেবল আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে। বেনিয়াগ্রাম ও নয়নসুখ এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য,

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছাত্র ভর্তির সমস্যা সমাধানের আবেদন

জঙ্গিপুর, ১৯ সেপটেম্বর—জঙ্গিপুর ও সন্নিহিত এলাকায় ছাত্র ভর্তির সমস্যায় উদ্বিগ্ন জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এলাকার একাধিক জুনিয়র হাই স্কুলকে দশম শ্রেণীতে উন্নীত করে সমস্যা সমাধানের অনুরোধ জানিয়ে সম্প্রতি শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারি সমীপে এক স্মারকলিপি পেশ করেছেন। বিভিন্ন সংস্থার কাছেও তাঁরা অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন বলে জানা গেছে।

সত্যাগ্রহ স্থগিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২ নং ব্লকের সন্ত্রস্ত বড়শিমূল-দয়ারামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার দাবিতে ২১ সেপটেম্বর থেকে কংগ্রেস (ই) দল সত্যাগ্রহ আন্দোলনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মহকুমা শাসকের অনুরোধে সেই আন্দোলন আপাততঃ স্থগিত রাখা হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ ২ নং ব্লক কংগ্রেস (ই) কমিটির সভাপতি অরবিন্দ সিংহরায় এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছেন।

শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ ১৩৮৬ প্রকাশিত হয়েছে

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২-৯ আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৬।

শারদীয় দুর্গোৎসব

স্মরণাতীত অতীতে প্রসুপ্তা মহাশক্তির অকালবোধন ঘটাইয়া শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে; শিব শক্তিসাধক বাঙ্গালী হিন্দু অকালবোধনে শারদীয়া দুর্গা পূজাকেই তাহার শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ এই পূজা আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙ্গালী চিত্তকে কেন যে এত আলোড়িত করে, আর কেনই বা পূজার কয়েকটি দিনকে বৎসরের শ্রেষ্ঠ শুভদিন হিসাবে গ্রহণ করিবার মানসিকতা—তাহার কারণ অন্যত্র নিহিত।

আর্য আগমনের প্রাক্ যুগে তৎকালীন বঙ্গদেশবাসী মতৃতান্ত্রিক ছিল। যুগের প্রবহমানতায় তাহার মাতৃপ্রাধান্যের ধারা আজিও এক ঐতিহ্যসূত্রে হইয়া রহিয়াছে। তাই দেবী দুর্গার মধ্য দিয়া সে একদিকে যেমন মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ করুণার সন্ধান পাইয়াছে, অপরদিকে তেমনি পূজার চতুর্থ দিনে দেবীর প্রস্থানে স্নেহলালিতা কন্যার শ্বশুরালয়ে গমনে বেদনাবিধুর বিরহরসপরিপ্লুত হইয়াছে। উভয় পরিপ্রেক্ষিত যেন স্নেহবাৎসল্যের সহস্রধারায় উৎসারিত এক পবিত্র পরিমণ্ডল। সর্বসিদ্ধিদায়িনী দেবীর নিকট সন্তানরূপে বাঙ্গালীচিত্ত সরলপ্রাণে নির্দ্বিধায় যাহা চাহিবার চাহিয়াছে। ভক্ত চাহিয়াছে ঈশ্বরীমাতার যোগ্য সন্তানরূপ লাভ করিতে।

দেবীর সন্তান হইতে গেলে আসুর ভাব ত্যাগ করিতে হইবে, আনিতে হইবে দেবভাব। আসুরভাবের প্রাধান্যে দেবভাবসমূহ মানসলোকে 'স্বর্গান্নিরাকৃতাঃসর্বে'। জাগতিক দম্ভ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার প্রভৃতি বিরুদ্ধভাবসমূহ জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনে বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। সাধকের নিয়ন্ত্রিত চিত্তবৃত্তি যেন 'অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্/একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা'—সেই বিরুদ্ধভাবসমূহ অর্থাৎ বিঘ্নরূপ দানবকুল বধ করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মায় মিলিত করে। মনের বিরুদ্ধভাবগুলি সেই সব অসুর এবং নিয়ন্ত্রিত চিত্তবৃত্তিকে লব্ধ প্রবল আত্মিক শক্তি সেই মহাশক্তি যাঁহার জাগরণ হৃদয়ের ঐকান্তিকতায় নিষ্ঠায় ও আত্মসমর্পণে।

ইহা শক্তিসাধনার গূঢ়তত্ত্ব। বাঙ্গালী হিন্দুর প্রাণমন মাকে ডাকে, কন্যার রূপ দেখে। যে যেমনই ডাকুক, যে যেমনই দেখুক, সবই তন্ময়তাময় এবং ভাবাবেগপ্লুত।

দক্ষিণের হাতছানি

শ্রীবরুণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছেলেবেলা থেকেই পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম আমার কৌতূহল জাগিয়েছে। বাংলা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের নায়করা শেষ জীবনে অনেকেই পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রথম জীবনে দেশের পরাধীনতা ও শোষণ অবিচারের বিরুদ্ধে যাঁরা জীবনপণ করেছিলেন, আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রেখে কেন তাঁরা মাঝপথে আধ্যাত্মিক সাধনার পথ বেছে নিলেন সে রহস্যের কোন কূলকিনারা আমি করতে পারিনি। সাধারণ মাপের মানুষ হলে অনায়াসে এঁদের কাজকে পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় বলে চিহ্নিত করা যেত। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি বলেই এঁদের ছোট করব সে ধৃষ্টতা আমার নাই। অরবিন্দ দর্শন পড়ে যোগ সাধনার ঐ গূঢ়তত্ত্ব বুঝবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার বিদ্যাবুদ্ধিতে সামান্য বই পড়ে কিছুই পরিষ্কার হয়নি।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের প্রবীণ আশ্রমিক প্রাক্তন বিপ্লবী এবং সুরসিক সাহিত্যিক জঙ্গিপুরের গৌরব নলিনীকান্ত সরকার মশায় আমাকে স্নেহ করেন। আমার এই সমস্যার কথা নলিনীবাবুকে জানিয়েছিলাম। তিনি একটি দীর্ঘ পত্রে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা সম্পর্কে সরস বিশ্লেষণ করে, পরিশেষে লিখেছিলেন যে পণ্ডিচেরী গিয়ে আশ্রমিকদের মধ্যে থেকে বুঝবার চেষ্টা করলে একটা ধারণা করা সোজা হবে।

সেই সুযোগ এতদিনে এল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর আমাদের বাস পণ্ডিচেরী এসে পৌঁছাল। একটা রিক্শা নিয়ে সোজা গিয়ে উঠলাম নলিনীবাবুর বাসায়। সেদিন রাত্রিটা নানা রকম গল্পগুজবে কেটে গেল।

পরের দিন ভোরবেলা নব্বই বছরের তরুণ নলিনীবাবুর সঙ্গে সমুদ্র দেখতে বের হলাম। আশ্রম থেকে একটু গেলেই সমুদ্র। সমুদ্রের ধারটা প্রায় মাইল দেড়েক বাঁধানো। বাঁধানো বেলাভূমি ঘেঁষে সমুদ্রের ধার বরাবর ফরাসীদের তৈরী সুন্দর সাজানো সুপ্রশস্ত রাজপথ। মাঝামাঝি জায়গায় বিরাট গান্ধীমূর্ত্তি। সমুদ্রের কিনারায় দোতলা "বীচ্ রেস্তোরাঁ"।

ঘণ্টাখানেক বেরিয়ে আশ্রম প্রাঙ্গণে ফিরে এলাম। নলিনীবাবু ঘুরে ঘুরে দেখালেন কোথায় শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার সমাধি, কোথায় আশ্রমিকরা সমবেত যোগাভ্যাস করেন, কোথায় আশ্রমের পাঠগৃহ।

আশ্রমের কর্মকাণ্ড এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত নয়, সারা শহরে ছড়ানো ছিটানো। আশ্রম থেকে conducted tour এর ব্যবস্থা করা হয়। সেই দলেই ভিড়ে গেলাম। বেলা দশটায় একটি নতুন মিনিবাসে এক তরুণ বাঙ্গালী আশ্রমকের পরিচালনায় আমরা যাত্রা শুরু করলাম।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে শুধু অধ্যাত্ম ধর্মসাধনা হয় না, আশ্রমিকদের নানা রকম হাতের কাজও করতে হয়। এখানের কর্মকাণ্ড বহু বিস্তৃত। বস্ত্রবয়ন, কাগজ তৈরী, কাঠের সৌখীন আসবাবপত্র তৈরী, ষ্টেনলেস ষ্টীলের বাসন তৈরী, ছাপাখানা প্রভৃতি বহু বিভাগ। আশ্রমের নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠভবন।

পণ্ডিচেরী থেকে আট কিলোমিটার দূরে গড়ে উঠছে আন্তর্জাতিক মৈত্রীনগরী 'অরোভিল'। অরোভিলের পরিকল্পনা অত্যন্ত চমকপ্রদ। উন্নত চিন্তা ও কর্মসাধনার মাধ্যমে এক অভিনব মানবগোষ্ঠী তৈরীর পরীক্ষা নিরীক্ষা এখানে চলছে।

বিকালে নলিনীবাবুর বাড়ীতে প্রায় প্রতিদিনই নানা গুণীজনের সমাবেশ হয়। গানের আসর বসে। সেদিন ছিলেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর হিমালয় ভ্রমণের তো অফুরন্ত অভিজ্ঞতা।

সন্ধ্যায় সমুদ্রের ধারে একেবারে জলের কিনারায় গিয়ে পা ডুবিয়ে বসলাম। এখন সমুদ্রের অন্য চহারা। দিনের আলো নিভে আসছে। সমুদ্রের গম্ভীর গর্জন, ছুটে আসা কালো ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনার মুকুট, প্রবল বাতাস, সমুদ্র ও তার উপরের আকাশের দ্রুত রং বদল। কিছুক্ষণ পরেই সামনে কালো শ্লেটের মত অন্ধকার। পিছনে আলোকোজ্জ্বল জনাকীর্ণ রাজপথ।

পণ্ডিচেরী শহর খুব সুন্দর এবং সাজানো। রাজপথগুলি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং মনোরম। ফরাসী সংস্কৃতির ছাপ সর্বাঙ্গে জড়ানো। বাঙ্গালী প্রচুর।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমকে ভালভাবে বুঝতে হলে এখানে অন্ততঃ দিন দশেক থাকা দরকার। সপরিবারে নলিনীবাবু আমার যে রকম যত্ন করেছেন তাতে কয়েকদিন এখানে থেকে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হাতে সময় কম। কাজেই পরদিনই পণ্ডিচেরী ষ্টেশন থেকে মিটারগেজ ট্রেনে মাদ্রাজ রওনা হলাম।

—চলবে

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সভা

গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল বারি। সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত, অজিত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বক্তারা সাম্প্রদায়িক শক্তির মূলোচ্ছেদে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

—প্রাপ্ত

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে ১৫ সেপটেম্বর জঙ্গিপুর কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

জঙ্গিপুরে পুর অফিস চাই

জঙ্গিপুর, ১৯ সেপটেম্বর—জঙ্গিপুর শহরে জঙ্গিপুর পুরসভার এ কটি শাখা অফিস খোলার আবেদন জানিয়েছেন শহরের নাগরিকরা। ৯ সেপটেম্বর পুরসভার মনোনীত কমিটির ডাকে অনুষ্ঠিত সভায় নাগরিকরা এই আবেদন জানান।

ছাত্রের বিশেষ কৃতিত্ব

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ অক্টোবর—লব্ধপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র দেবনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এস (অপথারমোলজি) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এর পূর্বে ডি ও পরীক্ষায়ও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

কৃষক দিবস ও কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির

৮ সেপ্টেম্বর ভারত-জার্মাণ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প আয়োজিত কৃষক দিবস এবং কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরে যথাক্রমে ঝুমকা এবং সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে যোগদান করেন কেন্দ্রীয় সার এবং রসায়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সৌগত রায়, হিন্দুস্তান সার কর্পোরেশনের বিপণন বিভাগের সর্বেসর্বা ডঃ শক্তিপদ ধুয়া, প্রকল্প নেতা ডঃ মাধবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট কৃষি-বিজ্ঞানীরা। সৌগত রায় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে এই প্রকল্পের কাজ আরও কিছুকাল চালিয়ে যাওয়ার এবং কাজের সুবিধের জন্য হিন্দুস্তান সার কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় দিল্লী থেকে কলকাতায় আনা হবে।

এ পক্ষের চাষবাস

১লা—১৫ই আশ্বিন

ধান ঃ

গতমাসে রোয়া অধিক ফলনশীল ও দেশীজাতের ধানে সময়মত ও পরিমাণ-মত চাপান সার দিন। অধিকফলনশীল জাতের ধানে চাপান সারের মাত্রা জানার জন্য আগের বিজ্ঞাপনগুলি দেখুন। দেশী জাতের ধানে থোড় আসার মুখে একরে ৮ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিন জলদি রোয়া অধিকফলনশীল ধানে এ সময় গন্ধী পোকা বা শীষকাটা লেদা পোকা লাগতে পারে। এদের দমনের জন্য একর প্রতি ১০-১২ কেজি বি-এইচ সি ১০% গুঁড়ো ছড়ান অথবা প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম হিসাবে বি-এইচ-সি ৫০% গুঁড়ো মিশিয়ে স্প্রে করুন।

আখ ঃ

এ সময়ে আখের ক্ষেতে ডগা ছিদ্রকারী পোকা লাগতে পারে। এদের দমনের জন্য প্রতি ৩০০ লিটার জলে ১½ কেজি বি. এইচ. সি. ৫০% গুড়ো মিশিয়ে স্প্রে করুন। এক একর জমি স্প্রে করতে মোটামুটি ৩০০ লিটার জল লাগবে।

ফল ঃ

পুরানো ফলের বাগানে এ পক্ষে গোবর বা আবর্জনা সার দিয়ে ভাল করে চাষ দিন। পেঁপে, আম প্রভৃতি ফলের গাছে এ সময় একবার চাপান সার দিন।

শাক-সবজী ঃ

এ পক্ষে মাঝারি জাতের ফুলকপি, জলদি জাতের বাঁধাকপি, বেগুন, বীট, গাজর, মূলা, পালং, মটরশুঁটি, ট্যমাটো, লঙ্কা, রসুন ইত্যাদি শীতকালীন শাক-সবজীর বীজ বা চারা লাগাতে পারেন। এ পক্ষেও নাবি জাতের ফুলকপির চারা তৈরীর জন্য বীজতলায় বীজ ফেলতে পারেন। শ্রাবণ-ভাদ্রে লাগানো ফুলকপির ক্ষেতে চারা লাগানোর ১৫ ও ৩৫ দিন পরে প্রতিবার একরে ১৫ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিন। বীট, গাজর, ট্যমাটো, লঙ্কা ইত্যাদির ক্ষেতে জমি তৈরীর সময় একর প্রতি ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফস্‌ফেট ও ২০ কেজি পটাশ দিয়ে জমি তৈরী করুন। মূলা ও পালং-এর জন্য জমি তৈরীর সময় সার দিন একরে ১৫ কেজি নাইট্রোজেন, ১৫ কেজি ফসফেট ও ১৫ কেজি পটাশ। বাঁধাকপি ও বেগুনের ক্ষেতে জমি তৈরীর সময় সার লাগবে একরে ৩০ কেজি নাই-ট্রোজেন, ৩০ কেজি ফস্‌ফেট ও ৩০ কেজি পটাশ।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প

১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১

daa/

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দুই লরির সংঘর্ষে মৃত্যু

অরঙ্গাবাদ, ২৬ সেপ্টেম্বর—গতকাল সুতী থানার আহিরণে জাতীয় সড়কের ওপর বিপরীতগামী দুই লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে একটি লরির চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। অপর লরির চালক ও খালাসিরা জখম হয়েছেন বলে জানা গেছে।

জলে ডুবে মৃত্যু ঃ ২২ সেপটেম্বর সকালে মঙ্গলজন পেটরোল পাম্প সংলগ্ন পুকুরে স্নান করতে গিয়ে একজন লরি মালিক ডুবে মারা গিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

অগ্রগামী কিষাণ সভা

১৮ সেপটেম্বর ফরওয়ারড ব্লক নিয়ন্ত্রিত অগ্রগামী কিষাণসভার রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১১ সদস্যের এই কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে অশোককুমার পাণ্ডে ও নৃপেন্দ্রকুমার সিংহ

সব পেয়েছির আসর

সংবাদদাতা, মির্জাপুর ; আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শিশুদের চরিত্র গঠনের সহায়ক বাঙলার ব্রতচারী, খো-খো ও কাবাডি খেলায় নিয়মিত অভ্যাসের জন্য নবভারত মহিলা মহল 'সব পেয়েছির আসর' গঠন করেন। এখন থেকে এই মহিলা মহল 'নবভারত মহিলা মহল এবং সব পেয়েছির আসর' নামে পরিচিত হল বলে জানানো হয়েছে।

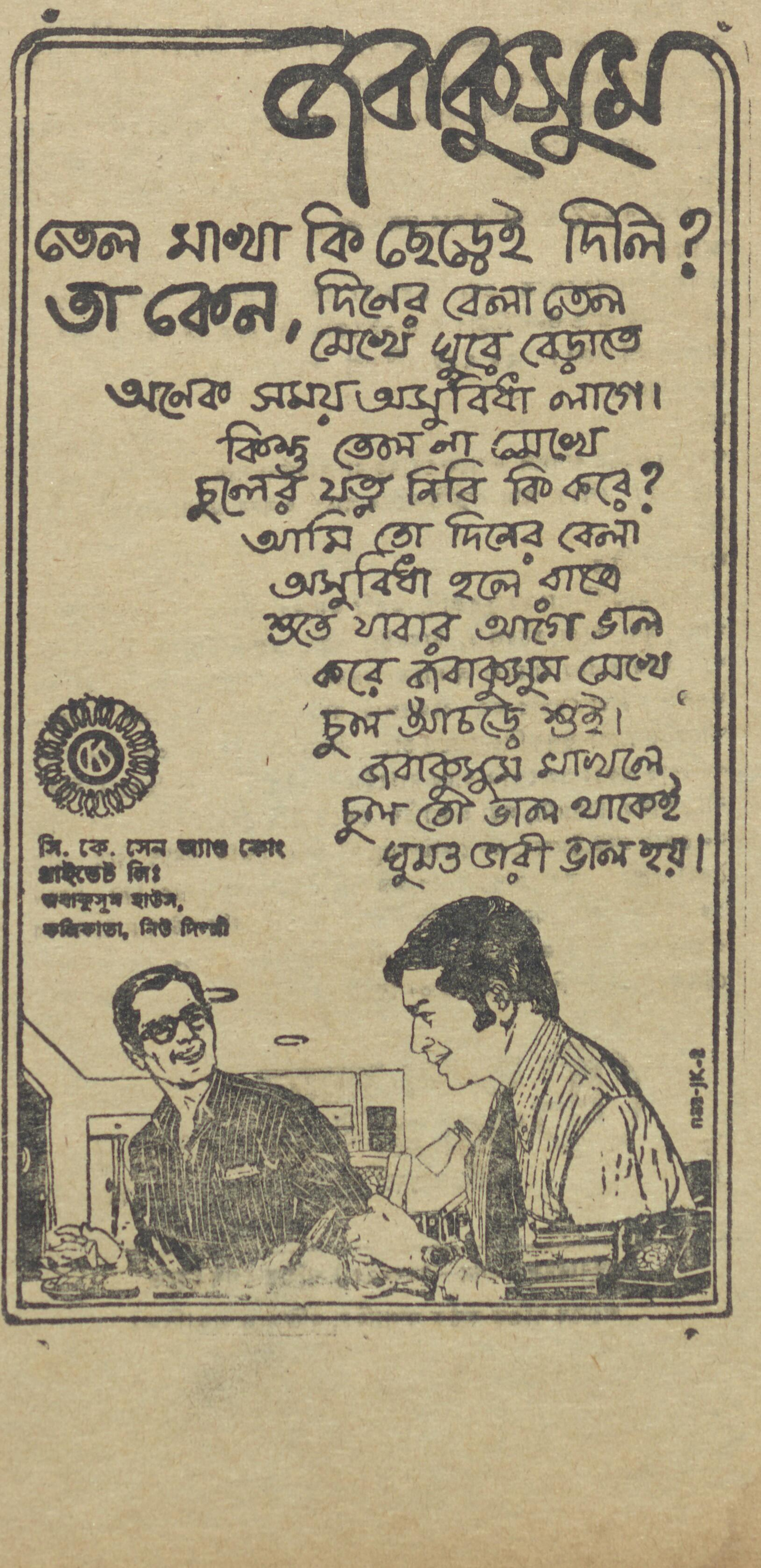

মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর প্রতি আবেদন

আগামী ২২শে সেপটেমবর, ১৯৭৯ জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, তিনটি মহকুমা হাসপাতালে এবং সদর হাসপাতালে বিশেষ ভ্যাসেকটমি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

জেলার সর্বত্র নিয়মিত ভ্যাসেকটমি এবং টিউবেকটমির ব্যবস্থা ছাড়াও এই নূতন সুযোগ আপনারা গ্রহণ করুন। যিনি অপারেশন করাবেন (পুরুষ) তিনি পাবেন ১০০-০০ টাকা এবং যিনি (অনুমোদিত ব্যক্তি) কেস্ আনবেন তিনি পাবেন ৮-০০ টাকা।

★ পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের এই কর্মসূচীকে সার্থক করুন

★ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

পরিবার সীমিত রাখুন

মা, সন্তান ও সমস্ত
পরিবারের স্বাস্থ্য
ও সুখের মুখ চেয়ে

প্রথমটি
এখনই নয়
দ্বিতীয়টি
যত দেরীতে হয়
তৃতীয়টি
কখনই নয়

প্রথমটির পর যদি ইচ্ছা হয় তো আরেকটি হোক

জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ আমাদের সকলের দায়িত্ব

বিনামূল্যে পরামর্শ ও সেবার জন্য
নিকটতম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চলে আসুন

davp 79/230

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গত ১৬শ সংখ্যায় দরবেশপাড়া সার্ব্বজনীন শ্রীশ্রীদুর্গামাতা ও লক্ষ্মীমাতার পূজোর হিসেবের যে বিজ্ঞাপন 'হিসাব পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত' বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আদৌ সত্য নহে। কারণ ১৩৮৪ এবং ১৩৮৫ সালের উক্ত পূজো কমিটির হিসাব পরীক্ষক হিসেবে আমার নাম ছিল। আমি বহুবার উক্ত দুই বছরের হিসাব দুই বছরেরই কোষাধ্যক্ষ শ্রীবামাপদ দাসের নিকট চাহি। তিনি আমাকে কোন হিসাব দেন নাই বা পরীক্ষাও করান নাই। আমার মনে হয় জনসাধারণের নিকট নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করার জন্য উক্ত ভ্রমাত্মক হিসাব পেশ করা হইয়াছে। ইহাতে জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে এবং জনসাধারণের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞাপনের প্রকাশকে কেন্দ্র করিয়া আইনগত বৈধ্যতার প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভবদীয়—শ্রীসূর্যনারায়ণ ঘোষাল, ১৩৮৪ ও ১৩৮৫ সালের দরবেশপাড়া সার্ব্বজনীন শ্রীশ্রীদুর্গামাতা ও লক্ষ্মীমাতার পূজো কমিটির হিসাব পরীক্ষক। তাং—৩রা আশ্বিন, ১৩৮৬

স্কুলে দলভিত্তিক নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) প্রার্থীরা জয়ী

রঘুনাথগঞ্জ থানার গিরিয়া জুনিয়র হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে দাতা বিভাগে কুড়ানচন্দ্র সিংহরায়, শিক্ষানুরাগী বিভাগে মোঃ কোরবান আলি ও মোঃ মোদাশ্বর হোসেন অভিভাবক বিভাগে মহিউদ্দিন সেখ ও মোঃ এসাহাক মিয়া, চিকিৎসক বিভাগে মোঃ খোরসেদ হোসেন (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়) এবং শিক্ষক প্রতিনিধি বিভাগে অরবিন্দ সিংহরায় ও মোঃ গিয়াসুদ্দিন আহম্মদ নির্বাচিত হয়েছেন। এঁরা সবাই কংগ্রেস (ই) দলের প্রার্থী। —প্রাপ্ত

গুলি, গ্যাস. ১৪৪

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৩২ বছর জলকরটি একটি জমিদার পরিবারের কুক্ষিগত ছিল। এই বছর একটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নামে সেটির বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। সমিতি তার দখল নিতে গেলে আর একটি সমিতির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে।

পূজোর ছুটি

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে ৩ অকটোবর জঙ্গিপুর সংবাদের প্রকাশনা বন্ধ থাকবে। পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ১০ অকটোবর।

গণ প্রতিবাদ দিবস

জঙ্গিপুর পুরসভা পরিচালনার জন্য বামফ্রন্ট সরকার মনোনীত সি পি এম নেতৃত্বাধীন 'বে-আইনী ও অগণতান্ত্রিক' পরিচালক কমিটি বাতিল এবং অবিলম্বে পুর নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে গঠিত জঙ্গিপুর পুরসভা কেন্দ্রীয় গণকমিটির ডাকে ১৫ সেপটেমবর কালো ব্যাজ ধারণ করে পুর নাগরিকরা গণ প্রতিবাদ দিবস পালন করেন।

ধান চাষে প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি

অধিক ফলনের জন্য
সময় মতো চাপান সার দিন

ব্যবহার করুন
হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার -এর
ইউরিয়া
শতকরা ৪৬ ভাগ নাইট্রোজেন যুক্ত

সার বিপণনে এবং কৃষিকার্যে সার্বিক উন্নতি সাধনে ব্রতী
হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড
বিপণন বিভাগ ● পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল
শাখা কার্যালয় : কলিকাতা ● দুর্গাপুর ● মেদিনীপুর ● বহরমপুর ● শিলিগুড়ি
naa. HFC. 79

WANTED

Wanted a Trained Graduate (Arts) in the Deputation Vacancy. Applications should reach to the Secretary, Dharmadanga High School, P. O. Bewa, Via—Farakka Barrage, Dist. Murshidabad, within 7 (seven) days from the date of publication.

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্য যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
লেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

শারদীয়া আকর্ষণ
অল্পদিনের জন্য
গোদরেজের ফ্রিজের উপর
বিনামূল্যে
ভি আই পি/অ্যারিষ্ট্রোক্র্যাট
সুটকেশ
৩০০৲ থেকে ৩৫০৲ অথবা নগদ দাম ২৫১৲
Special offer
For
Limited Period
Only
বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে
দোকানে যোগাযোগ করুন
বিঃ দ্রঃ পত্রিকার প্রচারের কাটিং সঙ্গে আনলে
১০ টাকা আরও লাভ
অনুমোদিত বিক্রেতা
ভকত ভাই (প্রাঃ) লিমিটেড বোলপুর, বীরভুম ফোন ২৪১

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।